পুরনো সেই ৬টি ঋতু

লিখেছেন: আমরীন ইসলাম
গ্রাফিক্স ও সম্পাদনা: তাসনিম জাহান রাইয়ান

GROW your READER
Foundation

চারিদিকে খা খা গরম, কোথাও কোন স্বস্তি নেই। এই গরমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ে চলেছে একটি দোয়েল। গ্রামে তার বন্ধু চড়ুই পাখির সাথে তার একটু ঝগড়া হয়েছে। রাগে দুঃখে, মনের কষ্টে সে উড়াল দিয়েছে অজানা পথে। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে যে সে অনেক বড় একটি ভুল করে ফেলেছে, সে রাগ করে চলে না এসে চড়ুইয়ের সাথে মিটমাট করে নিলেই বরং ভালো করতো। অচেনা অজানা শহরে সে কোন দিশা খুঁজে পাচ্ছে না।

মাইলের পর মাইল সে শুধু উড়েই চলেছে। কোথাও বিশ্রাম নেওয়ার জন্য যে বসবে সেই জায়গাটাও নাই। ক্ষুধা আর পানির তৃষ্ণায় তার শরীর ভেঙে পড়ছে।সাথে বন্ধু চড়ুইয়ের কথা ভীষণ মনে পড়ছে।, কারণ সে জানে চড়ুই সাথে থাকলে তারা দুইজনে মিলে কোন একটা উপায় খুঁজে বের করে ফেলতো এতক্ষণে। এভাবে অনেক কষ্টে কয়েকদিন সে শহরেই পার করলো, তারপর সব রাগ ঝেড়ে ফেলে সে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে অনেক কষ্টে গ্রামের পথ খুঁজে ফিরে গেলো।

এসব শুনে চড়ুই খুবই হতাশ হয়ে গেলো, সে বললো যে বন্ধু আমরা একগ্রামে ফিরেই সে চড়ুইকে দেখে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিল, আর বললো সে আর কখনো তাকে এভাবে ছেড়ে যাবে না। চড়ুইও কথা দিল সে আর কখনো রাগ দেখাবে না। চড়ুই আর দোয়েল তখন গল্প করা শুরু করলো, দোয়েলের কাছে চড়ুই শহরে ওড়ার অভিজ্ঞতা জানতে চাইলো। দোয়েল তখন খুব হতাশার সাথে জানালো যে তার অভিজ্ঞতা একদমই ভালো না।

শহরে অনেক গরম আর কোন শীতল ছায়া নেই। শহরের কাকগুলোও তাকে অনেক বিরক্ত করেছে। শহরের কাকগুলো মানুষের মতো অনেক স্বার্থপর। কাউকে কোন সাহায্য করে না, অবশ্য ওরা নিজেরাই ঠিকঠাক খেতে পায় না ওরা আর কি সাহায্য করবে অন্যদের।

সাথে শহরে উড়ার যে পরিকল্পনা করেছিলাম সেটার আর দরকার নাই আমরা গ্রামেই ভালো আছি। দোয়েলও সম্মতি জানালো।

তারপর আবার তারা নানান বিষয়ে গল্প শুরু করলো। দোয়েল এক পর্যায়ে বললো যে, আচ্ছা আমাদের আগের মতো সুন্দর দিন এখন আর কেনো নেই, আমরা কেনো আগের মতো সুন্দর দিন কাটাতে পারি না সারা বছর? তখন চড়ুই বললো যে, আমাদের ছোট বেলায় আমরা দেখেছি ছয়টা ঋতু, ছয় ঋতুর ছয়টা রূপ। আগে গরমেও মজা ছিল, অনেক রকম ফল ধরত গাছে। আমরা উড়ে উড়ে সেসব খেতাম আর গাছের ছায়ায় খেলা করতাম। কি সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো!

বৃষ্টি হলেই যে যার বাসার থাকতাম। মায়ের সাথে গল্প করতাম, বাবা খাবার নিয়ে আসতো সেটা সবাই ভাগ করে খেতাম। আর মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতাম আর মুখ বের করে দিয়ে বৃষ্টি দেখতাম। দোয়েল তখন বললো, "জানিস একবার আমার মা আমগাছে বাসা করেছিল আমপাতা দিয়ে; সেসময় যে এতো সুন্দর বৃষ্টির শব্দ হতো আমাদের বাসায় যে শব্দ শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে যেতাম।

আর শোন একদিন দেখি এক বক ওর মায়ের সাথে উড়ে উড়ে মাছ ধরছে আর খাচ্ছে বৃষ্টির ভিতর। আমাকে দেখে বকটি আবার আমার সাথে এসে গল্প করেছিল। ও নাকি মাছরাঙার সাথে প্রতিযোগিতা করে মাছ ধরছে। শেষমেষ অনেক কষ্টে বকটিই জিতেছিল।"

এরকম গল্পের মাঝে চড়ুই আর দোয়েলের সাথে তাদের সাথে যোগ হলো একটি কোকিল। কোকিল এসে জিজ্ঞেস করলো "কি রে ঝগড়া মিটেছে তোদের? কিছু খেয়েছিস তোরা? ওখানে অনেক খাবার দেখে আসলাম চল খেয়ে আসি" তখন দোয়েল বললো "তোর কথা অনেক মনে পড়েছে রে আমার। জানিস আমরা এতক্ষণ আমাদের পুরোনো দিনের গল্প করছিলাম। তখন কোকিল বললো, “চল খেতে খেতে গল্প করি।“ তারপর তিনজনে একসাথে উড়াল দিল।

খেতে খেতে চড়ুই আবার বলা শুরু করলো "কোকিল, ভেবে দেখ আগে আমরা শরৎ আর হেমন্ত কাল আসলে কত মজা করতাম, আকাশ এতো সুন্দর নীল আর পরিষ্কার থাকতো যে মনে হতো সারাদিন উড়েই বেড়াই। আমরা কত খেলা করতাম আকাশে কত রকম ভাবে উড়ে বেড়াতাম। বাবা মায়ের সাথেও পুরো আকাশ ঘুরে বেড়াতাম আর ওই সময় একটু বৃষ্টি হলেই রংধনু উঠতো আকাশে, আমরা সবাই মিলে রংধনুর দিকে উড়ে যেতাম কিন্তু আমাদের যেতে যেতেই রংধনু আকাশের গায়ে মলিয়ে যেত।

তখন দোয়েল আবার বললো যে "আহা! কি সুন্দর ছিল দিনগুলো। আচ্ছা কোকিল, তুই আগে কত সুন্দর করে গান গাইতি, এখন আর গান করিস না কেন? তোর গান কতোদিন শুনি না বল তো" কোকিল জবাব দিল " আগে আমার বসন্তের ফুল দেখেই গান গাইতে মন চাইত, আমি আনন্দে, উৎফুল্লে গান গাইতে শুরু করতাম কিন্তু আজকাল বসন্ত এসে যে কবে চলে যায় আমি তো সেটাই বুঝতে পারি না।"

খাওয়া শেষ করে তিনজন উড়তে উড়তে তাদের গন্তব্যে ফিরতে লাগলো। উড়তে উড়তে কোকিল বললো, “দেখ এখন আর ছয় ঋতু খুঁজে পাওয় যায় না, ঋতুর সেই মহিমা গুলোও আর নেই আগের মতো। এখন গ্রীষ্মকালে রোদে গরমে আমরা বেরই হতে পারি না। তারপর আসে বর্ষা, বর্ষায় যে বজ্রপাত হয় তাতে বের হওয়া যায় না, বর্ষার পানিতেও আজকাল অনেক সময় শরীর ঝলসে যায়। আর শীতে তো কনকনে বাতাস আর কুয়াশার জন্য সামনে এগোতেই পারি না।“

তখন চড়ুই বললো "আচ্ছা মানুষরা এই ৬ ঋতুর ৬ টি আলাদা সৌন্দর্য এবং তার সাথে আমাদের সুন্দর খেলা করার দৃশ্য আর দেখতে চায় না? আমরা নাকি তাদের প্রাকৃতির অংশ তারা কি আমাদের কথা মনে করে কখনো?" তখন দোয়েল বললো " মানুষদের কি আর আমাদের নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় আছে! আজ ওদের জন্যই আমাদের এই অবস্থা। ওরা তো প্রকৃত সুখ চেনে না।

এক বাড়ির কবুতর বলেছিলো যে মানুষ নাকি শুধু টাকা নামের একটা জিনিস আছে সেটা চিনে, ওদের ভিতর নাকি অর্থ সম্পদ বলে অনেক ব্যাপার আছে তার জন্য ওরা সব কিছু করতে পারে। মানুষদের গাছ কেটে ফেলা, কল কারকানা বানানোর জন্যই তো আজ আমাদের এই অবস্থা, আমরা কোথাও ঠাই পাচ্ছি না।

আমাদের প্রকৃতি আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আমরা মারা যাচ্ছি। আমরা উড়তে পারছি না, বাসা বানানোর জায়গা পাচ্ছি না। " কোকিল তখন বললো,”এইসবে যে ওদের নিজেদেরই ক্ষতি হচ্ছে এটা ওরা বুঝছে পারছেনা। ওরা আমাদের ঋতুগুলো নষ্ট করছে, সাথে নিজেদেরকেও বিপদে ফেলে দিচ্ছে।“

চড়ুই তখন খেয়াল করল উড়তে উড়তে ওরা বাসায় চলে এসেছে প্রায়। ও তখন দোয়েল আর কোকিলকে বললো যে, "আচ্ছা এইসব নিয়ে কথা বলে আমরা কিছুই করতে পারবো না, সবাই এখন বাসায় যা কাল আবার দেখা হবে।"

তারপর সবাই বিদায় নিয়ে যে যার বাসায় চলে গেল।

একটি গ্রো ইউর রিডার ফাউন্ডেশন প্রকাশনা